আজ কপ-৩১ সম্মেলনের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

তুরস্কে চলমান জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১-এর পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে আজ বৃহস্পতিবার (১২ নভেম্বর) বক্তব্য দেবেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিন দিনের সফরে বুধবার তুরস্কের আন্তালিয়ায় পৌঁছে সম্মেলনের উদ্বোধনী ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নেন তিনি। সফরের দ্বিতীয় দিনেও সম্মেলনস্থলে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ও সৌজন্য সাক্ষাতের কর্মসূচি রয়েছে।

সম্মেলনের প্রথম দিনে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ব্রাজিল, মালদ্বীপ, ইরান ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট, মলদোভার প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান ও কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী এবং ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) মহাসচিব। এ ছাড়া সোমালিয়ার প্রেসিডেন্ট, লন্ডনের মেয়র ও জিরো ওয়েস্ট ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

বুধবার রাতে বাংলাদেশ প্যাভিলিয়নে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবির এসব তথ্য জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। নির্বাচনের মাধ্যমে পাওয়া জনসমর্থন ও নতুন সরকারের নেতৃত্বের জন্য বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক আরও বিস্তৃত করার পাশাপাশি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহও জানিয়েছেন তাঁরা।

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানান, বুধবার সম্মেলনের উদ্বোধনী ও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও চীনের ভাইস প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাদা দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্টকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তারেক রহমান। অন্যদিকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টও শিগগির বাংলাদেশ সফরের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট দেশটির পুনর্গঠন, বিনিয়োগ, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান তৈরিতে বাংলাদেশের সহযোগিতা চেয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি ও দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় উঠে আসে। ওআইসি মহাসচিবের সঙ্গে বৈঠকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। এ সময় দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধানের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন অব্যাহত রাখার কথাও জানান তিনি।

কুয়েতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের পাশাপাশি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

এ ছাড়া লন্ডনের মেয়রের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন তারেক রহমান। দীর্ঘদিন লন্ডনে অবস্থানের সূত্রে মেয়র তাঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন বলে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।